Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সঙ্কেত ও গোপন ভাষা

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাজীব হুমায়ুন
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.2
Pages	17-28
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সঙ্কেত ও গোপন ভাষা

রাজীব হুমায়ুন

প্রতীকের মাধ্যমে রূপান্তরিত সংকেতমালা হচ্ছে ভাষা (রফিকুল ইসলাম, *ভাষাতত্ত্ব*, পৃ. ১)। ভাষা মাত্রই সঙ্কেত। ভাষার প্রতিটি শব্দ এক একটি সঙ্কেত। 'ময়না'— এ সঙ্কেতটি উচ্চারিত হলেই আমরা বুঝতে পারি–এ উচ্চারণের মাধ্যমে পাখীর কথা বলা হয়েছে। বিশেষ ধরনের একটি পাখীর কথা বলা হয়েছে — যে পাখী পোষ মানে এবং মাঝে মাঝে শিখিয়ে দিলে দু'একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারে। অর্থাৎ 'ময়না' সঙ্কেতটি উচ্চারিত হ'লে আমরা 'ময়না'কেই বুঝি, 'কোকিল'কে নয়। অবশ্য 'ময়না' বলতে কোন মেয়েকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ।

প্রত্যেক ভাষার সঙ্কেতসমূহ ব্যাপক জনগোষ্ঠী বুঝতে পারে। সর্বজনবোধ্য সঙ্কেত ছাড়াও কিছু সঙ্কেত ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, বেতার সঙ্কেত। 'SOS' বললে বোঝানো হয় 'save our souls'। সামরিক বাহিনী ও স্কাউট প্রশিক্ষণেও বিশেষ কিছু সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালাও সঙ্কেতের সমষ্টি মাত্র। ইংরেজী 'pen'-এর প্রতিশব্দ বোঝাতে লিখিত ভাষায় আমরা 'ক' 'ল' 'ম' এ' তিনটি সঙ্কেত ব্যবহার করি। আবার 'আ' এর বদলে ব্যবহার করি ' া ' ('আকার'), 'ই' এর বদলে ব্যবহার করি ' ি ' ('ইকার') সঙ্কেত। ইংরেজী শর্টহ্যান্ড অথবা বাংলা সাঁটলিপিতেও ব্যবহৃত হয় সুনির্দিষ্ট কিছু সঙ্কেত।

সঙ্কেতের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ভাষাকে 'কণ্ঠের ভাষা' এবং 'অঙ্গের ভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'কণ্ঠের ভাষা' বলতে মুখ দিয়ে উচ্চারিত এবং কণ্ঠনিঃসৃত ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে 'অঙ্গের ভাষা' বলতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইশারা-ইঙ্গিতের ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। কণ্ঠের ভাষাকে 'উচ্চারিত ভাষা' এবং অঙ্গের ভাষাকে 'অনুচ্চারিত ভাষা'ও বলা যেতে পারে। কণ্ঠের ভাষা তথা উচ্চারিত ভাষাকে বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে পুনরায় দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— ১.

প্রকাশ্য-সঙ্কেতের ভাষা, ২. গোপন-সঙ্কেতের ভাষা। সর্বজনবোধ্য ভাষা হচ্ছে প্রকাশ্য-সঙ্কেতের ভাষা। অন্যদিকে গোষ্ঠী বিশেষের গোপন ও সঙ্কেতের ভাষা হচ্ছে গোপন-সঙ্কেতের ভাষা ।বর্তমান প্রবন্ধে অঙ্গের ভাষা এবং গোপন-সঙ্কেতের ভাষাই শুধু আলোচিত হবে।

অঙ্গের ভাষার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Body language'। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রক্রিয়া প্রায় সর্বজনীন। মনোভাব প্রকাশের জন্য মৌখিক উচ্চারণ এড়িয়ে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় চোখ, হাত, জিহ্বা ইত্যাদি।

চোখ

চোখের অনেক ভাষা আছে। সে ভাষা কিন্তু সবাই বোঝেনা। 'চোখের সে ভাষা বুঝতে হলে' নাকি 'চোখের মতো চোখ থাকা চাই'। তবু চোখের যে-সব কথা প্রায় সকলে বুঝতে পারেন, সেগুলো নিম্নরূপ :

কারো চোখ যদি হঠাৎ ভিজে ওঠে অথবা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে দু'এক ফোঁটা পানি (অশ্রু), তাহলে বুঝতে হবে, ব্যক্তিটি ব্যথা পেয়েছেন অথবা শোকাভিভূত। যদি কেউ চোখ লাল করেন অর্থাৎ চোখ রাঙিয়ে কারো দিকে তাকান, তাহলে বুঝতে হবে তিনি রাগ করেছেন। যদি বিশেষ মুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকার দুই চোখ মুদে আসে, তাহলে বুঝতে হবে, তারা পরস্পরের প্রেমে বিভোর হয়ে আছে। আর কেউ যদি কোন মেয়ের দিকে তাকিয়ে একচোখ খোলা রেখে অন্য চোখ বিশেষ ভঙ্গীতে বন্ধ করতে থাকে (অর্থাৎ চোখ টিপতে থাকে) তাহলে বুঝতে হবে লোকটি মেয়েটির রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করছে।

হাত

হাতের ব্যবহার	অর্থ
দু'হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢাকলে	লজ্জা
ডান হাতের কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত অংশ তুলে ধরলে	উপস্থিত
হাতের আঙ্গুল নিজের শরীরের দিকে নাড়ালে	আসুন
হাতের আঙ্গুল বাইরের দিকে নাড়ালে	চলে যান

ডান হাতের সব আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে নাড়ালে বুড়ো আঙ্গুল দেখালে ।	কিলানো হবে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা
বুড়ো আঙ্গুলের পরের আঙ্গুল তুলে ধরলে	তর্জন করা, শাস্তি প্রদান করা হবে এ'রকম ইঙ্গিত
হাতের তালু দুই দিকে নাড়লে	না
একজনের ডান হাতের সাথে আরেকজনের হাত মেলালে	দেখা পেয়ে খুশী হওয়া

মাথা/মুখ

মাথা/মুখের ব্যবহার	অর্থ
মাথা নীচু করে বুকের দিকে নাড়ালে	হাঁ
ডান ও বাম দু'দিকে নাড়ালে	না
মাথা নত করলে	হার মানা, পরাজয় মেনে নেয়া।

জিহ্বা

জিহ্বার ব্যবহার	অর্থ
জিহ্বায় কামড় দিলে	লজ্জা পাওয়া
জিহ্বা বের করে নাড়ালে	ভেংচি কাটা

পা

পায়ের ব্যবহার	অর্থ
কাউকে লক্ষ করে পা তুললে	অপমান করবার হুমকি
পা দিয়ে অন্যের শরীর জোরে স্পর্শ করলে অর্থাৎ লাথি মারলে	দারুণভাবে অপমানিত করা

সাইন-ল্যাঙ্গুয়েজ

পৃথিবীর যে-কোন দেশের বোবাদের একমাত্র অবলম্বন অঙ্গের ভাষা। যাবতীয় অনুকৃতির প্রকাশ ঘটাতে হয় তাদের হাত-পা তথা বিবিধ অঙ্গের সুনির্দিষ্ট ও নিপুণ ব্যবহারের মাধ্যমে। পঙ্গু ব্যক্তি বিশেষ করে মানসিক প্রতিবন্ধীরাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করে অঙ্গের ভাষা। বোবাদের সঙ্গে মনোভাব বিনিময় করতে হলে প্রয়োজন পড়ে অঙ্গ-ভাষার। একজন আরেকজনের ভাষা বুঝতে পারেনা। এ'ধরনের পরিস্থিতিতেও ব্যবহৃত হয় অঙ্গ-ভাষা। অঙ্গ-ভাষা ব্যবহারের ব্যাপক প্রয়োজনে সম্প্রতি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডসহ কয়েকটি দেশে সঙ্কেত-ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। ইংরেজীতে সঙ্কেত ভাষার নামকরণ করা হয়েছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (sign-language)। আমেরিকায় ব্যবহৃত সঙ্কেতের ভাষাকে বলা হয় অ্যামেরিকান সাইন-ল্যাঙ্গুয়েজ (ASL)। ASL -এ কমপক্ষে চার হাজার সাইন ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে (David Crystal, *The Cambridge Encyclopedia of Language, P. 221)*। নীচে রেড-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে চলিত সঙ্কেত-ভাষার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

> অর্থ "শীত করছে" অথবা "খুব শীত"
>
> সঙ্কেত: প্রথমে খুব শান্তভাবে দুই মুঠো বন্ধ ক'রে বুকের উপরে দুই বাহুকে আড়াআড়ি ভাবে রাখা হয়। তারপর কয়েক মুহূর্ত দুই হাতকে ঐভাবে রেখে শীতে কাঁপুনির ভঙ্গী করা হয়। এর তীব্রতা বোঝাতে চোখ বন্ধ অথবা দাঁত খিঁচিয়ে মাথাকেও মৃদু অথচ দ্রুত কাঁপানো হয় (দ্র. দানীউল হক, *ভাষাতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ*, পৃ. ৩৫)।

গোপন-সঙ্কেতের ভাষা

নদী পার হতে এসেছে এক নারী। ঈশ্বরী পাটনী নারীর কাছে জানতে চাইল তার স্বামীর নাম। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় স্বামীর নাম নেয়া নিষেধ। তাই সে সঙ্কেত অবলম্বনে বলল :

> কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
> কেবল আমার সনে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

[পঞ্চমুখ-এর সাধারণ অর্থ পাঁচ মুখে কথা বলে অর্থাৎ বেশী কথা বলে। এখানে সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়েছে — অর্থ

শিব। কণ্ঠভরা বিষ-এর সাধারণ অর্থ কটুভাষী — এখানে সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়েছে — অর্থ নীলকণ্ঠ অর্থাৎ শিব। সরাসরি স্বামীর নাম না ধরে সঙ্কেতে বলা হল নারীর স্বামী হচ্ছে শিব]।

মধ্যযুগের কবিগণ কাব্যরচনার তারিখ জানাতে এক ধরনের সঙ্কেত ব্যবহার করতেন। পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে সে সঙ্কেত অনুধাবন সহজ ছিলনা। কবি মুজাম্মিলের "ফায়েদুল মুকতদী" থেকে একটি উদাহরণ নেয়া যাক :

কাব্যের রচনাকাল :
"ঋতু বেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়।
ইতি সার জান মঘী সনের নির্ণয়।।"

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সঙ্কেতসমূহের অর্থ অর্থাৎ কাব্যরচনার তারিখ নির্ণয় করেছেন।

চন্দ্র শত আশী = ১০৮০
+ ৯
+ ঋতু = ৬
+ বেদ = ৪
১০৯৯ মঘী অর্থাৎ ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দ।
(দ্র. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৬৭)।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন 'চর্যাপদ' রচিত হয়েছিল গোপন-সঙ্কেতের ভাষায়। চর্যার গীতিকাররা এ' ভাষার নাম দিয়েছিলেন সন্ধাভাষা। "সন্ধাভাষা" কথাটি য-ফলা হীন, এর আসল অর্থ অভিসন্ধিমূলক ভাষা বা উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত গুপ্ত ভাষা (পবিত্র সরকার, *ভাষা, দেশ, কাল* ৬১)।

চর্যাপদের সন্ধাভাষার নমুনা:
উঁচা উঁচা পাবত তাঁই বসই সবরী বালী,
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিন সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর: উঁচু উঁচু পাহাড়, সেখানে শবরী বালিকা বাস করে, শবরী ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা।

সঙ্কেত: বিশ্লেষণ ও অর্থ :

দেহরূপ পর্বতের উচ্চ শিখরে মহাসুখচক্র, সেখানে বাস করেন শবরী রূপিণী নৈরাত্মা দেবী। তিনি নানারকম ভাববিকল্পের অলঙ্কারে ভূষিতা।

(অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, ১৯৮১, পৃ. ১৫৪-৫৫)

গোপন-সঙ্কেতের ভাষাকে 'বাক্-চাতুরী' ও অপরাধজগতের ভাষা— এ'দুভাগে ভাগ করা চলে।

বাক্-চাতুরী

অপরাধজগতের বাইরে মূলতঃ ব্যবসায়ী-ব্যবহৃত গোপন ভাষাকে বাক্-চাতুরী বলা যেতে পারে। তাছাড়া নির্মল বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে কোন কথার মারপ্যাঁচকে বাক্-চাতুরীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পবিত্র সরকার কাশীর বেনারসী শাড়ীর দোকানে খদ্দের ধরা দালালদের ব্যবহৃত একটি বাক্যের উদাহরণ দিয়েছেন। 'বেশী গুলতাপ্পি দিওনা। খদ্দের তাতে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে' — দালাল এই বাক্যটি প্রচলিত হিন্দীতে না ব'লে 'বাক্-চাতুরী'র আশ্রয় নিয়ে বলে — "অব জিয়াদা লিঙ্গর গিলোরি-মৎ কর—।'' দালাল "ওখানকার প্রচলিত হিন্দী উপভাষার বাক্যের অন্বয় এবং শব্দক্রম অক্ষত অব্যাহত রাখছে, সেই স্থলে 'অব', 'জিয়াদা', 'মৎ', 'কর', ইত্যাদি সর্বজনবোধ্য শব্দ ব্যবহার করছে। কেবল 'লিঙ্গর গিলোরি'তে এসে সরলমতি শ্রোতা ঠেকে যান। ওটাই দালাল ও দোকানীকে গোপন বন্ধনে বেঁধে ফেলে (পবিত্র সরকার, *ভাষা, দেশ, কাল*, পৃ. ৬৩)।

ঠার

গোপন-সঙ্কেতের ভাষাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ঠার' বলা হয়ে থাকে। বেদে, পাল্কী-বেহারা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং কতিপয় গোত্র নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে 'ঠার'-এর মাধ্যমে কথা ব'লে থাকে। বাংলাদেশের শানদার বেদেদের মধ্যে প্রচলিত কিছু 'ঠার' -এর উদাহরণ নীচে প্রদত্ত হল (মোঃ হাবিবুর রহমানের *দি শানদার বেদে কমিউনিটি অব বাংলাদেশ* থেকে সংগৃহীত)।

(ক)

বিরকি	—	নৌকা
খুরকা	—	পা
ডিঙ্গা, বিঙ্গা	—	টাকা
তাশা, তাফা	—	বসা
গোইমারি	—	চুরি করা

(খ) বাঙলা শব্দের সঙ্গে 'লু'। বিভক্তি যোগ করার প্রবণতা:

নাম	—	নামলু
দাম	—	দামলু

(গ) বাঙলা শব্দের ধ্বনি বদল : ক → জ

কম্বল → জম্বল

পাল্কী ঠার

সন্দ্বীপের পাল্কীবাহকদের দ্বারা ব্যবহৃত সঙ্কেতের ভাষা হচ্ছে পাল্কী ঠার। সাধারণতঃ বিয়ে উপলক্ষে সন্দ্বীপে পাল্কী ব্যবহৃত হয়। নববধূকে কাঁধে নিয়ে গান করতে করতে বেহারারা এগিয়ে চলে। গানের ফাঁকে ফাঁকে প্রধান বাহক 'পাল্কী ঠার'-এর মাধ্যমে তার সঙ্গী বাহকদের জানাতে থাকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। যেমন:

	পাল্কী ঠার	অর্থ
১.	মদলি লোআরি হালা	টাকা নিয়ে ফেল।
২.	মারাত নিলে দেআইত্তন	বাড়ীতে গেলে দেবেনা।
৩.	লেইচ্চা খেতমু	পান খাব।

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, সন্দ্বীপের [লই হালা] 'নিয়ে ফেল' গঠনের অনুসারে [লোআরি হালা] সৃষ্ট হয়েছে। 'হালা' সন্দ্বীপীতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু 'লোআরি' পাল্কী ঠারের নিজস্ব শব্দ। দ্বিতীয় বাক্যের গঠন বাংলার মতই। কিন্তু 'বাড়ীত' এর বদলে 'মারাত' এবং 'দিতন' (দেবেনা) এর বদলে 'দেয়াইত্তন' ব্যবহৃত হয়েছে। সন্দ্বীপীর স্থানসূচক রূপমূল '— ত' এবং না-সূচক রূপমূল '— ন' ঠার-এ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয় বাক্যের 'লেইচ্চা', ঠার-এর নিজস্ব শব্দ। এটি 'পান'-এর বদলে ব্যবহৃত হয়েছে। 'খাব' অর্থে ব্যবহৃত 'খেতমু' গঠন সন্দ্বীপীতে ব্যবহৃত 'খামু'-এর কাছাকাছি।

কুঁইচ্চা ঠার

সন্দ্বীপের কুঁইচ্চা গোত্রের ব্যবহৃত গোপন-সঙ্কেতের ভাষা হচ্ছে কুঁইচ্চা ঠার। এক সময় কুঁইচ্চা ঠার অপরাধ জগতের ভাষা ছিল। বর্তমানে কুঁইচ্চাগোত্র অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত নয় ব'লে তাদের 'ঠার'কে আর অপরাধ জগতের ভাষা বলা চলে না। কিন্তু নিজেদের পরিবারে এবং অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কিছু গোপন করতে হলে কুঁইচ্চা ঠার ব্যবহৃত হয়। নীচে এ' ভাষার কিছু শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের নমুনা প্রদান করা হলো :

	কুঁইচ্চা ঠার	সন্দ্বীপী	স্বীকৃত বাংলা
১.	আইয়ানি	বইন	বোন
২.	নাতকের হেও	গরুর গোস্‌ত	গরুর গোশ্‌ত
৩.	না	না	না
৪.	কাবলাইঅনা	কইঅনা	বলোনা
৫.	আকাশী গুড্ডাসে	ডাব বালা আছে	ডাব ভাল
৬.	আকাশী লামু	ডাব খামু	ডাব খাব

১নং উদাহরণের আইয়ানি গঠিত হয়েছে কুইচ্চা ঠারের নিজস্ব শব্দ 'আইয়া (ভাই) এর সঙ্গে সন্দ্বীপীর '-নি' যুক্ত হয়ে। ২নং উদাহরণের 'নাতক' (গরু) ও 'হেও' (গোশ্‌ত) কুঁইচ্চা ঠারের নিজস্ব শব্দ। 'নাতক' শব্দের সঙ্গে সন্দ্বীপীর-'এর' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'নাতকের'। ৪নং উদাহরণে 'ঠার'এর 'কাবলা' (বলা) এর সঙ্গে সন্দ্বীপীর 'আইওনা/অইওনা প্যাটার্ন যুক্ত হয়েছে। ৫নং উদাহরণে 'ডাব' এর বদলে 'আকাশী' এবং 'বালা' (ভাল) এর বদলে 'গুড্ডা' সৃষ্ট হয়েছে। 'আকাশী' শব্দ 'আকাশ'-এর অনুষঙ্গে এবং গুড্ডা শব্দ হয়তো বা ইংরেজী 'গুড'- এর প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে। ৬নং উদাহরণের ধ্বনি-পরিবর্তন পদ্ধতিতে 'খামুর' পরিবর্তে 'লামু' ব্যবহৃত হয়েছে।

অপরাধ জগতের ভাষা

অপরাধ জগতে ব্যবহৃত গোপন-সঙ্কেতের ভাষা 'অপরাধ জগতের ভাষা' নামে পরিচিত। কেউ কেউ এ' ভাষাকে 'পাতাল পুরীর ভাষা'ও ব'লে থাকেন। পশ্চিম বঙ্গের 'অপরাধ জগতের ভাষা' নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। ডাকাত, ছিনতাইকারী, গাঁটকাটা, পকেট

মার, তোলনবাজ, চোরাকারবারী, ছেলেধরা, হিজড়া এবং আরো অনেক অপরাধীদের মধ্যে প্রচলিত গোপন-সঙ্কেতের ভাষার প্রচুর উদাহরণ পরিবেশিত হয়েছে ড. মল্লিকের *অপরাধ জগতের ভাষা* গ্রন্থে। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ নেয়া যাক :

পকেটমার ব্যবহৃত সঙ্কেত	অর্থ
ছরাগর	বাধা
টিঙ	পকেট
নিমা	জামার পকেট
বুকখাল	বুক পকেট

গব্বাবাজ ব্যবহৃত সঙ্কেত	অর্থ
আখড়া	জানলা ভাঙ্গার যন্ত্র
কলম্	দরজা-জানলা ভাঙ্গার যন্ত্র,

জেল-কয়েদীর সঙ্কেত	অর্থ
খাববুস	জেলের খাবার
চিজ	গাঁজা

ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া

'পালকী ঠার' এবং 'কুঁইচ্চা ঠার' -এর আলোচনা প্রসঙ্গে গোপন-সঙ্কেতের ভাষার কতিপয় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে। পবিত্র সরকার, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক প্রমুখের অনুসরণে আরো কিছু ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হলো :

ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া

ক. ধ্বনি-বদল

ধ্বনিতত্ত্ব নির্ভর উপায়গুলির মধ্যে একটি হল ধ্বনি-বদল বা ধ্বনি-বিকল্পন (Sound-Substitution)। শব্দটির গোড়ার বা অন্য জায়গার একটি

ধ্বনি সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য একটা উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি অথবা দূরবর্তী ধ্বনি বসানো। ..... যেমন কাশীর পাণ্ডাদের 'বোলী'তে পাণ্ডা → ঝাণ্ডা, মন্দির → ঝন্দির, ...পটুয়াদের 'ঠার' ভাষায় ছোটো → লোটো, আমি → ঝামি, আমরা → ঝামড়া'' (পবিত্র সরকার, *ভাষা, দেশ, কাল*, পৃ. ৬৪)।

খ. ঘৃষ্ট, মূর্ধা এবং উষ্ম ধ্বনি 'হ'-এর প্রাধান্য

হুমসি হামসিকে খুমুচিস করল — লোকটি আমাকে চুমু খেলো।
নোসের কাছে ঝলকা আছে ঝেড়ো — লোকটির কাছে টাকা আছে, কেড়ে নিও

(ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, পৃ. ১০৪)

গ. ধ্বনি-সংযোগ

মূল শব্দের আদিতে অথবা মধ্যে নতুন ধ্বনি ঢুকিয়ে মাঝে মাঝে অভিনব শব্দ তৈরী করা হয়। যেমনি চিআম চিখাবি (আম খাবি)। শব্দের মাঝে 'রফ' 'রফা' যুক্ত ক'রে হিন্দীতে 'তুরফ আরফাজ আরফায়া' = তু আজ আয়া (পবিত্র সরকার, পৃ. ৬৫)।

রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া

ক. বিশেষ্য এবং ক্রিয়া পদগুলির পরিবর্তে প্রায়ই লঘুবুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ভক্তিপ্রসাদ, ১২৩) :

সাধারণ ভাষা	বিভাষা
অন্ধকারে লুকানো	কালোতে ছপ্‌পর খাও য়।
চোর গোপনে মাল চুরি করছে	কোদ চাপাত মাল চামাচ্‌ছে।

খ. মাঝে মাঝে সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন :
আবছা মেঘ অর্থাৎ অন্ধকার রাত। আবছা মেঘে ডোলি করা—অন্ধকার রাতে খুন করা।
সাইনবোর্ডওলা-বাবু অর্থাৎ বিবাহিতা মহিলা।

(ভক্তিপ্রসাদ, ১২৭)

শব্দ

মেনকেন আমেরিকার চোরদের ব্যবহৃত শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেটি এ'রকম :

মূল শব্দ	সঙ্কেত শব্দ
hat	tit for tat
girl	twist and twirl
wife	storm and strife
Crooke	babbling brook

(দ্র. পবিত্র সরকার, পৃ. ৬৮)

অপরাধ জগতের ভাষায় একটি ধারণার বহু প্রতিশব্দ রয়েছে। 'বোমা' শব্দের প্রতিশব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ :

অন্‌ডা। আম। আলু। কদমা। কোউটো। গিনি। চাকা। ছাতু। ছোট খোকা (মাঝারি জাতের বোমা)। ডিমা। নাড়ু। পাউরুটি। লাড্‌ডু। লেবু (ভক্তিপ্রসাদ, ৬৯–৭০)।

অপরাধ জগতের ভাষায় বহু শব্দ জন্মলাভ করে বাহ্যিক বা প্রকৃতি-গত সাদৃশ্য থেকে :

অন্‌ডা → ঘড়ি
আলু → হাতবোমা
ডিম → ইলেকট্রিক বাল্‌ব ইত্যাদি।

(ভক্তিপ্রসাদ, ৮৩)।

সহায়ক-রচনাপঞ্জী

দানীউল হক, *ভাষাতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৮১
পবিত্র সরকার, *ভাষা, দেশ, কাল*, কলকাতা, ১৯৮৫

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, *অপরাধ জগতের ভাষা*, কলকাতা, ১৯৮১

মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৮

রফিকুল ইসলাম, *ভাষাতত্ত্ব*, ঢাকা ১৯৮৬

David Crystal, *The Cambridge Encyclopedia of Language*, 1987

Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, Dacca, 1969

Rajib Humayun, Socio-linguistic and Descriptive study of Sandipi /a Bangla dialect, Dhaka, 1985